|  |
| --- |
| **আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ** |

**১.0 ভূমিকা**

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ মূলত ব্যাংক, বীমা, ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের নিমিত্ত এ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে যার মধ্যে নারী সদস্যের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে নারীর ক্ষমতায়ন বা উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ নারী ঋণগ্রাহকের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশের নারীদের একটি বড় অংশ বিনিয়োগবিমুখ এবং তাদের বিনিয়োগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই। নারীদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম) কর্তৃক একটি স্বতন্ত্র ‘নারী বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তা ক্রমবিকাশ কমিটি’ গঠন করা হয়েছে যেখান থেকে নিয়মিত নারী উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে। দেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা নারী হওয়ায় বীমা খাতে দক্ষ জনবল তৈরিতে বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি (বিআইএ) এ খাতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করছে।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে এসএমই ঋণ বিতরণ এবং নারীদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে নারীদের মাঝে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন এ বিভাগের অন্যতম কাজ। এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর সংস্থার আইন, নীতি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধনীর ক্ষেত্রে নারী উন্নয়ন ও নারীবান্ধব নীতির বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা হয়। ব্যাংকিং খাতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, বিশেষত কৃষি ও এসএমই খাতে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত এমআরএ লাইসেন্সপ্রাপ্ত ৭৩৮টি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রান্তিক পর্যায়ের ৪.০১ কোটি গ্রাহককে আর্থিক ও সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে আর্থিক এবং সামাজিক উন্নয়নে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে ব্যাপক ও দ্রুততর করার লক্ষ্যে ডিজিটাল ব্যাংক স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি উচ্চতর কমিটি গঠন করা হয়েছে। ডিজিটাল ব্যাংক স্থাপন সংক্রান্ত একটি রূপরেখা প্রণয়নের কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয় | ৮৮ | ৭১ | ১৭ | 19.3 |
| বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স একাডেমি | ৩১ | ২৬ | ৫ | 16.1 |
| বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট | ৬২ | ৪৯ | ১৩ | 2১.০ |
| পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন | ৪৪৪ | ৩৯৪ | ৫০ | 11.৩ |
| ‌সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন | ১,০৯৪ | ৯৮৭ | ১০৭ | 9.8 |
| বাংলাদেশ মিউনিসিপল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড | ২৮ | ২৬ | ২ | 7.1 |
| **মোট :** | **১,৭৪৭** | **১,৫৫৩** | **১৯৪** | **11.1** |

**৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১,৫০০ কোটি টাকার বাজেট বাস্তবায়ন করবে। পিকেএসএফ-এর ঋণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ রয়েছে (প্রায় ৬০ ভাগ নারী) এবং বাংলাদেশ মিউনিসিপল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (বিএমডিএফ) কর্তৃক বাস্তবায়িত মিউনিসিপল গভর্নেন্স এন্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি)-এর আওতায় ১৮,৭২,৬৬৮ জন নারী এবং ২১,১১,৭৩২ জন পুরুষসহ মোট ৩৯,৮৪,৪০০ জন উপকারভোগী পরিগণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মোট উপকারভোগীর ৪৭% নারী। পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮০০ কোটি টাকা, ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,১৪৬ কোটি টাকা এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬০৮ কোটি টাকা নারীদের জীবনমান উন্নয়নে ব্যয় করা হয়েছে।

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | **সংশোধিত 2023-২4** | **বাজেট 2023-২4** | **প্রকৃত 2022-23** |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)**  |
| --- | --- |
| ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে পেশাদারিত্ব এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি | মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের আওতায় বর্তমান উপকারভোগী ১,২৩,৭২,৩৬৪ জন রয়েছে, যার মধ্যে নারী ১,১৩,১২,৭১১ জন (৯১.৪%)। এছাড়া বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে আরো ৮,৮১,৫৬৩ জন নারী এবং ৫,৮৫,২৫১ জন পুরুষসহ মোট ১৪,৬৬,৮১৪ জন উপকারভোগী আর্থিক পরিষেবার আওতায় আসবে। |
| অধিকতর কার্যকর পুঁজিবাজার প্রতিষ্ঠা | বিআইসিএম তার সূচনালগ্ন থেকেই নারী বিনিয়োগকারীদের প্রশিক্ষিত করার জন্য এবং সম্ভাব্য নারী বিনিয়োগকারীদের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে আগ্রহী করে তোলার জন্য নিয়মিতভাবে ‘পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ’ শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে। নারীদের শিক্ষা ঘাটতি পূরণ করার লক্ষ্যে বিআইসিএম একটি স্বতন্ত্র ‘নারী বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তা ক্রমবিকাশ কমিটি’ গঠন করেছে, যেখান থেকে নিয়মিত নারী উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে। |
| বিমা খাতের অন্তর্ভুক্তি এবং বিমা সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধি | নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স একাডেমি বিমা খাতের অন্তর্ভুক্তি এবং বিমা সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ আয়োজনসহ প্রশিক্ষিত জনবল তৈরিতে কাজ করছে। একটি বিমা কোম্পানী নারীদের জন্য পৃথক বিমা পলিসি তৈরি করেছে। |
| উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান  | মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সদস্যের মধ্যে আনুমানিক ৮০%-এর অধিক নারী সদস্য। এদেরকে লক্ষ্য করে গত ২০২১-২২ অর্থবছরে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রায় ১৭০ হাজার কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ এবং প্রায় ১৫০ হাজার কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ আদায় করা হয়। উক্ত সময়ে নারীর ক্ষমতায়ন বা উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ নারী ঋণগ্রাহকের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়। |

**৬.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন**

| **ক্রমিক** **নং** | **প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)** | **পরিমাপের একক** | **২০20-২1** | **২০২1-২2** | **২০২2-২3** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১. | 1. নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে এসএমই ঋণ বিতরণ কার্যক্রম তত্ত্বাবধান
 | সংখ্যা | 0 | 67,000 | 1,00,000 |
| ২. | 1. নারীদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কার্যক্রম তত্ত্বাবধান
 | সংখ্যা (লক্ষ) | 0 | ২৩8.9 | 240.0 |

**৭.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসসহ প্রধান কার্যালয়ে এবং সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক কার্যালয়ে ‘নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট’ গঠন করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্রঋণ ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। এ খাতের প্রায় ৯১% সদস্যই নারী। জুন ২০০৯ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদের সঞ্চয় স্থিতি ছিল ৪,৩৬৬ কোটি টাকা, যা জুন ২০২২ সালে দাঁড়িয়েছে ৪৩,৬৬১ কোটি টাকায়। নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সহায়ক সেবা প্রদান, তাদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সকল শাখায় স্বতন্ত্র Women Entrepreneurs’ Dedicated Desk/Help Desk স্থাপন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮,৮১,৫৬৩ জন নারী এবং ৫,৮৫,২৫১ জন পুরুষসহ মোট ১৪,৬৬,৮১৪ জন উপকারভোগী আর্থিক পরিষেবার আওতায় এসেছে। এর ফলে উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, ক্রয়ক্ষমতা ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে।

**৮.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* আগ্রহী নারী উদ্যোক্তাদের পর্যাপ্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব;
* নারীদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগে বাজেটের অপর্যাপ্ততা এবং পারিবারিক অসহযোগিতা; এবং
* নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্রের অভাব ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।

**৯.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* নারী উদ্যোক্তা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের জন্য সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণদানের লক্ষ্যে পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্পসমূহে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ;
* নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উইমেন চেম্বারসমূহের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
* বিমাশিল্পে লিঙ্গভিত্তিক পলিসি বৈচিত্র্যতা নিয়ে আসা;
* বিমার চাহিদা ও সরবরাহ উভয় ক্ষেত্রে জেন্ডারভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণে প্রযুক্তিগত সহায়তা বৃদ্ধি করা এবং উন্নয়ন সহযোগী, বিমা তত্ত্বাবধায়ক ও নীতি নির্ধারক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণে সমন্বিত কৌশলপত্র প্রণয়ন করা;
* নারীবান্ধব কর্ম পরিবেশ সৃজন এবং নারীদের আর্থিক ও কারিগরি অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা; এবং
* পুঁজিবাজারের প্রত্যেক স্টকব্রোকারে নারী বিনিয়োগকারীদের জন্য শেয়ার ট্রেডিংয়ের জন্য আলাদা ওয়ার্ক স্টেশনের ব্যবস্থা করা ও নারীদের জন্য পুঁজিবাজারে পৃথক প্রোডাক্ট চালু করা এবং নারী বিনিয়োগকারীদের জন্য নগদ লভ্যাংশের ওপর কর ছাড়ের সীমা বৃদ্ধি করা।